দৈনিক বাংলা

তারিখ 28 JAN 1995 পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

কম্পিউটারে পরীক্ষার ফলাফল— কোথায় যেন একটা 'কিন্তু' আছে —

এইচএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশ নিয়ে এখন লেখালেখি হচ্ছে। অভিযোগের সুর হচ্ছে সব কিছুর জন্য দায়ী কম্পিউটার। কম্পিউটার পদ্ধতিতে ফলাফল প্রকাশ করা না হলে কোন বিভ্রান্তি নাকি সৃষ্টি হত না।

এ যুক্তি এ মুহূর্তে আদৌ ফেলে দেবার নয়। কিন্তু এ যুক্তি সর্বকালের জন্যও গ্রহণযোগ্য নয়। এক জন ছাত্র সম্প্রতি একটি দৈনিকে চিঠি লিখেছে। তার বক্তব্য হচ্ছে সে উত্তরপত্র পূরণে ভুল করেছে। এই ভুলের জন্য হয়ত তার পরীক্ষার ফল প্রকাশ স্থগিত আছে।

কিন্তু এ জন্য দায়ী কে? দায়ী নিশ্চয়ই কম্পিউটার নামক যন্ত্রটি নয় এবং কম্পিউটারটি প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) আওতায় বলে বুয়েটকেও নিশ্চয়ই দায়ী করা যাবে না এ জন্য। এখানে মুখ্য প্রশ্ন সতর্কতার অভাব, প্রশিক্ষণের অভাব এবং হলে পরীক্ষা গ্রহণকারী কর্তৃপক্ষের ব্যর্থতা। এখানে একান্তই স্পষ্ট যে হয়ত অনিবার্য কারণে উল্লিখিত ছাত্রটি তেমন সতর্ক ছিল না। বা তার নিজস্ব বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তেমন প্রশিক্ষণ তাকে দেয়নি। আর সর্বশেষ দায়িত্ব পালন করেননি পরীক্ষার হল কর্তৃপক্ষ। নিশ্চয়ই প্রত্যাশা ছিল যে, হল কর্তৃপক্ষ পুংখানুপুংখভাবে উত্তরপত্রগুলি দেখবেন। এসব কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেই উত্তরপত্র গ্রহণ করবেন। কিন্তু সে প্রত্যাশা আদৌ পূরণ হয়েছে বলে মনে করার কোন কারণ আছে কি।

কম্পিউটার কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, তাদের অসুবিধার কথা। তাদের সাধ্য সীমিত। আবার তাদের নাকি সঠিক সময়ে সব কিছু সরবরাহ করা হয়নি। উত্তরপত্র বোর্ড কর্তৃপক্ষ মূল্যায়ন করে পাঠাননি। অথচ সব দায়িত্ব এখন তাদের উপর বর্তাচ্ছে। বিভিন্ন বোর্ড কর্তৃপক্ষ যেন হাত-পা ধুয়ে বসে আছেন। তাদের যেন করনীয় কিছু নেই। অপরদিকে বিপদে পড়েছে ছাত্রছাত্রী এবং অভিভাবকেরা।

একথা সত্য যে এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফল নিয়ে একটি বিভ্রান্তি বিরাজ করেছে অনেক পরিবারে। নতুন নতুন ফল প্রকাশিত হচ্ছে। মেধা তালিকার পরিবর্তন হচ্ছে। বিভ্রান্ত হচ্ছে পরীক্ষার্থী এবং তার পরিবার। যে ছাত্র পাস করেনি পরবর্তীকালে তার স্থান হচ্ছে মেধাতালিকায়। যে ছাত্র মেধা তালিকায় ছিল তাকে নিচে নামতে হচ্ছে। এ পরিস্থিতি সুখকর নয়। অনেক পরিবারে এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে পারে। এ ধরনের ঘটনা একান্ত স্পর্শকাতর। আর লক্ষণীয় এ পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ ও মেধা তালিকা নিয়ে এক অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে বেশ কিছু দিন ধরে, কম্পিউটার পদ্ধতি চালু হবার অনেক আগ থেকেই।

বেশ কিছুদিন ধরে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, পুত্র-কন্যার ফল নিয়ে শুধু মাত্র পিতা-মাতা নয় শিক্ষক এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি দর্শনীয়ভাবে ব্যতিব্যস্ত। অনেক শিক্ষক এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে তাদের ছাত্র-ছাত্রীদের উত্তরপত্রের পিছনে ছুটোছুটি করতে দেখা যায়। এই মহল উত্তরপত্রের নিরীক্ষকদের খুঁজে বের করেন। তাদের বাড়ি বাড়ি ধাওয়া করেন। পরীক্ষার নম্বর বাড়ান-কমান। আবার পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর প্রতিযোগী বিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করেন পক্ষপাতিত্বের। মাত্র কয়েক বছর পূর্বে এর নির্লজ্জ চিত্র দেখা গেছে পত্র-পত্রিকায়। ঢাকা বোর্ডের দুটি নামী দামী বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের দেখা গেছে পত্র-পত্রিকায় বিবৃতি দিতে। তারা পরস্পরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে পক্ষপাতিত্বের। প্রশ্ন ফাঁস করার এবং নিজেদের ছাত্রদের খাতায় বেশী নম্বর পাইয়ে দেবার। আর এই অবাঞ্ছিত বাদ প্রতিবাদ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে সত্যি সত্যি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়। উত্তরপত্র নিরীক্ষণের ক্ষেত্রে পক্ষপাতিত্ব হয় এবং নামী দামী বিদ্যালয়গুলি এ ব্যাপারে আদৌ কম যায় না। আর একথাও প্রমাণিত হয় যে যাঁদের তদবির করার কেউ নেই, যারা নামী দামী বিদ্যালয়ের ছাত্র নয় তারা পরীক্ষা ভাল দিয়েও আশানুরূপ ফল করতে পারে না। এর অর্থ হচ্ছে পরীক্ষা নামক শব্দটিকে কেন্দ্র করে অনিয়মের এক অভাবনীয় জাল।

কিন্তু এক হাতে তালি বাজে না। তালি বাজাবার জন্য দুটি হাত চাই। একটি হাত বাইরের। অপরটি ভেতরের। এই ভিতরের হাতটি হচ্ছে প্রতিটি শিক্ষা বোর্ডের একটি দুর্নীতির চক্র। এরা সহযোগিতা না করলে উত্তরপত্রের সন্ধান মেলে না। সন্ধান মেলে না নিরীক্ষকের। প্রধান নিরীক্ষক এবং টেবুলেটরের। এদের সহযোগিতা না থাকলে পরীক্ষার নম্বর হের ফের করা সম্ভব নয়। বোর্ডের পরীক্ষায় একাধিকবার প্রমাণিত হয়েছে যে, এদের সহযোগিতায় বহুবার মেধা তালিকায় হেরফের হয়েছে। পরীক্ষার মেধা তালিকায় আগের রাতে প্রথম বলে কথিত ছাত্রটিকে পরের দিন মেধা তালিকায় চতুর্দশ স্থান পেতে দেখা গিয়েছে। কম্পিউটার পদ্ধতি চালু হবার পর এই মহলটি বিপদে পড়েছে। বন্ধ হয়েছে নম্বর হেরফেরের খেলা। কারণ, কম্পিউটারে ফল চলে যাবার পর তাদের আগের রাত আর পরের রাতে করার কিছু থাকে না।

তাই একটি মহলের সুস্পষ্ট ধারণা যে, পরীক্ষার ফল, প্রকাশের বিভ্রান্তির মধ্যে একটি 'কিন্তু' আছে। এই 'কিন্তু' দুর্নীতির পক্ষে। এদের শাখা-প্রশাখা প্রতিটি শিক্ষা বোর্ডে বিস্তারিত। কম্পিউটার পদ্ধতি চালু হবার ফলে এরা পরীক্ষার নম্বর হেরফের করতে পারছে না। কম্পিউটারে সব কিছু চলে যাবার পর এদের হাতে কিছুই থাকছে না। অবৈধভাবে পাস করাবার এবং সার্টিফিকেট দেবার পথ বন্ধ হয়ে গেছে। এই মহলের মতে এই পটভূমিতেই কম্পিউটার পদ্ধতি বাতিল করার চেষ্টা হচ্ছে দুর্নাম দিয়ে।

কম্পিউটারকে বিভ্রান্তিকর তথ্য দিয়ে এ পদ্ধতিকে বানচাল করার চেষ্টা হচ্ছে। বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে এ মহলটি কম্পিউটারকে দুর্নাম দেবার জন্য বিশেষ ব্যক্তিদের ছেলে মেয়েদের এবং মেধা তালিকায় স্থানপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীদের ফল প্রকাশ নিয়ে বেশী বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে। এবং তাদেরই একাধিক সূত্র এই তথ্য সরবরাহ করছেন সাংবাদিকদের। এবং লক্ষণীয় যে প্রতিটি খবরের আক্রমণের বিষয় হচ্ছে কম্পিউটার পদ্ধতি। ভাবখানা হচ্ছে যে এই পদ্ধতিতে ফলাফল প্রকাশিত না হলে সবকিছু ঠিক থাকত। কোথায় কোন বিভ্রান্তি থাকত না। অর্থাৎ এই পদ্ধতি বাতিল করতে হবে।

অথচ এরা বুঝতে চায় না যে, এই পদ্ধতিই চালু থাকবে। এই পদ্ধতি আজকের বিশ্বে একমাত্র পরীক্ষিত বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি। যাঁরা লোভ ও অজ্ঞতার শিকার হয়ে এ পদ্ধতি বাতিলের জন্য নেমেছেন তারা সফল হবেন না। কারণ সফল হবার কথা নয়।

আমি বলছি না যে কম্পিউটার পদ্ধতি সব সমালোচনার উর্ধে। এ কথাও বলছি না যে এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট মহলের সামগ্রিক প্রস্তুতি আছে। প্রথমদিকে কিছু ভুল ভ্রান্তি হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু এই ভুল ষড়যন্ত্রের ফসল হলে একান্তই বেদনাদায়ক হবে। তাই এ মুহূর্তের কর্তব্য হবে ভবিষ্যতে সতর্কতা অবলম্বনের। বিশেষ করে পরীক্ষার ফল প্রকাশের জন্য পরমুখাপেক্ষী না হয়ে নিজস্ব কম্পিউটার ভবন গড়ে তোলার। তা হলে অহেতুক বুয়েটকে এ জন্য গালমন্দ শুনতে হবে না।

আর সর্বশেষ ব্যবস্থা হচ্ছে একটি দীর্ঘদিনের আলাপ-আলোচনার বিষয়। বিষয়টি হচ্ছে শিক্ষা বোর্ডের সকল কর্মচারীদের চাকরি বদলীযোগ্য করার। বিভিন্ন মহলের অভিযোগ হচ্ছে এই স্থায়ী কর্মচারীরাই বোর্ডের হর্তা কর্তা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এদের অনেকে গাড়ি বাড়ি করেছে। এদের বদলীর প্রশ্ন এলেই অচলাবস্থার সৃষ্টি করছে। এদের কথা অমান্য করে কোন বোর্ডই কোন কিছু করতে পারছেন না।

এ অভিযোগ দীর্ঘদিনের। কম্পিউটারের ভুল ভ্রান্তির কথিত অভিযোগ তুলে এরাই নাকি আবার সক্রিয় হয়েছে। সুতরাং দুর্নীতিমুক্ত পরীক্ষা ব্যবস্থার জন্য এ প্রশ্নটিও বিবেচ্য।

— নির্মল সেন